ইত্তেফাক

039

তারিখ ... ২৪.১.৮৩
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

শিক্ষানীতি প্রশ্নে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার প্রস্তাব

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান 'শিক্ষানীতি' লইয়া সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসানকল্পে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়াছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমি আলোচনা করিতে রাজী আছি। শিক্ষানীতির কোন্ অংশ গণমুখী নহে জানিতে চাই। কিন্তু ছাত্ররা আসিতে চাহে না।"

গতকাল তাঁহার সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদের সহিত আলোচনার এই আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, শিক্ষানীতি ঘোষিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হইয়াছে। মিছিল, শ্লোগান হইয়াছে

শিক্ষানীতি প্রশ্নে

(১ম পৃঃ পর)

তিনি শুনিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রংপুর সফরের গত বুধবারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া মন্ত্রী বলেন, রংপুর কারমাইকেল কলেজে ছাত্ররা আমার সহিত দেখা করিবে না। ছাত্ররা কলেজে মিছিল করিয়াছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ মজিদ খান বলেন, 'ছাত্ররা তো রাষ্ট্র নহে, তাহারা ইহার একটি অংশ মাত্র।' সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

মন্ত্রী বলেন, জনমত যাচাইয়ের পরেই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। জনমত যাচাইয়ের জন্য ৬২টি প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রণীত প্রশ্নমালার একলক্ষ কপি বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। প্রশ্নমালার উত্তর দানের সর্বশেষ সময়সীমা ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। যথাসময়ে প্রশ্নমালা পাঠানোর জন্য সহযোগিতা করার জন্য মন্ত্রী সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

ডঃ এ মজিদ খান বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রণীত একটি 'অসামান্য দলিল' এবং এই রিপোর্টটি বর্তমান রিপোর্ট প্রণয়নে 'পথনির্দেশক' হিসাবে কাজ করিয়াছে বলিয়া মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তবে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে তিন ভাষা শিক্ষার বিষয়টি নাই।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আসলে ছাত্রদের আরবী নহে, তাহাদের প্রথম শ্রেণী হইতে ইসলামিয়াত পাঠ করিতে হইবে।

সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষিত এই শিক্ষানীতিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১৯৮৭ সনের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোককে অক্ষরজ্ঞান দান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।